দৈনিক
ইত্তেফাক

31 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

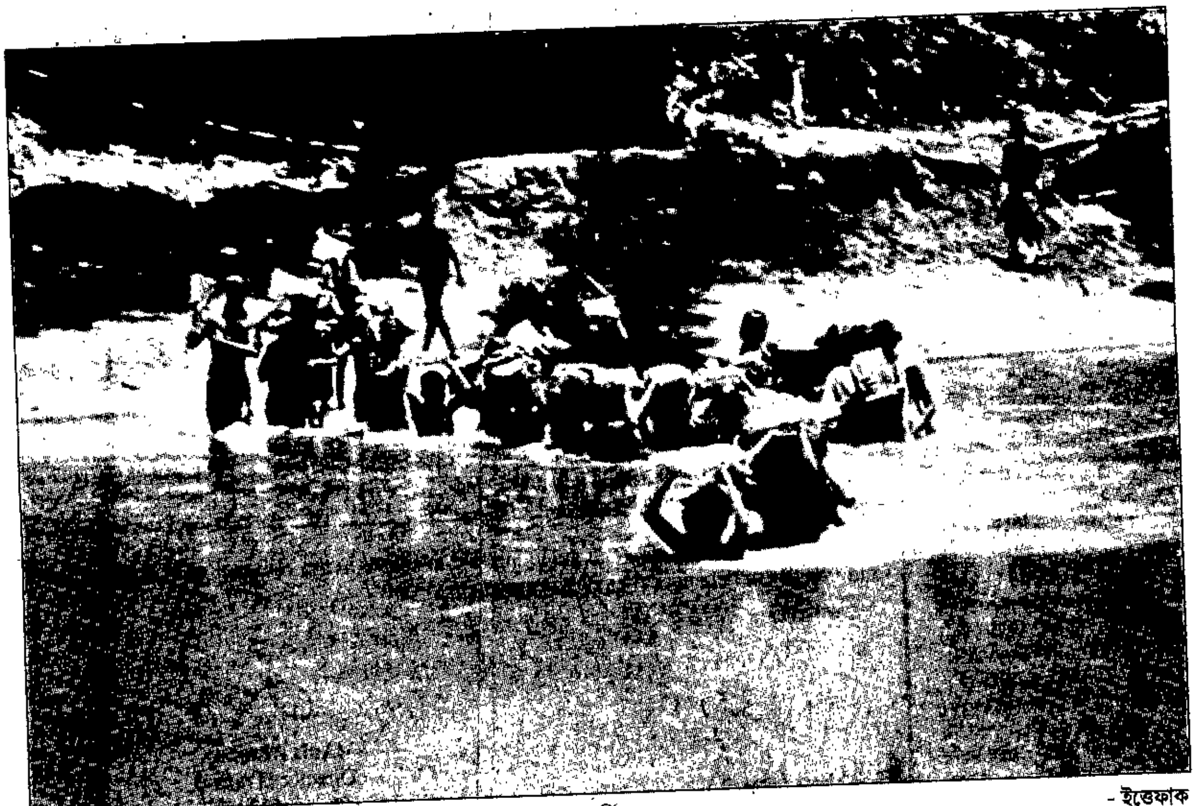

- ইত্তেফাক

লামা (বান্দরবান) : উপজেলার পোপা খাল পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

খাল সাঁতরে স্কুলে যাতায়াত

লামায় জীবনের ঝুঁকিতে শিশু-শিক্ষার্থীরা

■ মুহাম্মদ কামালুদ্দিন, লামা (বান্দরবান) সংবাদদাতা

লামা উপজেলার সদর ইউনিয়নের এম. হোসেন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পোপা খাল সাঁতরে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। জমায়তি ত্রিপুরা, রিতু বড়ুয়া, সুমি বড়ুয়া, মুন্নি বড়ুয়া ও তার অন্যান্য সহপাঠিরা প্রতিদিন বই-খাতা হাতে ইউনিফর্ম গায়ে পানি ভেঙে বিদ্যালয়ে যায়। কিছুদিন পূর্বে সাঁতার কেটে যাওয়ার সময় পানির স্রোতে ভেসে যায় ক্যাসিঅং (৮) ও মং ক্যাচিং মারমা (৭) নামক দুই শিশু শিক্ষার্থী। সহপাঠিদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করে। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটছে বিদ্যালয় সংলগ্ন পোপা খালে।

বিদ্যালয় সভাপতি এম. রবিউল আলম জানিয়েছেন, একটু বৃষ্টি হলেই পোপা খাল পানিতে ভরে যায়। তখন শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যালয়ে যায়। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রতি বর্ষা মৌসুমে প্রায় চার মাস শিশু শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠান না অভিভাবকরা। সাঁতার জানা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাই এ সময়ে বিদ্যালয়ে আসে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জিয়াবুল হক বলেন, শুষ্ক মৌসুমেও বিদ্যালয় পোপা খালে ৫/৬ ফুট উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হয়। তখনও শিশুদের সাঁতার কেটে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। নদী পার হতে গিয়ে পাঠ্যবই ও কাপড়-চোপড় ভিজে যায়। ওই ভেজা কাপড় নিয়েই শিশুরা ক্লাস করে।

লামা সদর ইউনিয়নের মেউলারচর, বৈক্ষ্যমঝিরি, বৈল্যারচর, পাহাড় পাড়া, চিউনি মুখ, বরিশাল পাড়া, এম. হোসেন পাড়া, তাউ পাড়া, হেডম্যান পাড়া, পানসি পাড়া, খ্রিস্টান পাড়া, গিলা পাড়া, কায়রং পাড়া, গুনদু পাড়া, দোছড়ি পাড়া, নতুন পাড়া, টাংকু পাড়া ও কলাই পাড়ার প্রায় বিশ হাজার মানুষ পোপা খাল সাঁতার কেটে পার হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল আজিজ জানিয়েছেন, চলতি অর্থ বছরে পোপা খালে ব্রিজ নির্মাণের জন্য উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও বান্দরবান আসনের সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি বলেছেন, শিঘ্রই পোপা খালের উপরে ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ব্রিজের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।